সোনাকান্দা দুর্গ

অবস্থান:

নারায়নগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলাধীন সোনাকান্দা চৌধুরী পাড়ায় সোনাকান্দা দুর্গ অবস্থিত। বর্তমানে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এর মধ্যে পড়েছে।

সোনাকান্দা দুর্গ

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

মগ জলদস্যুদের আক্রমন প্রতিহত করার জন্য ঢাকার মোগল সুবেদার কর্তৃক এ দুর্গ নির্মিত হয়েছিল বলে পন্ডিতগণ মনে করেন। মোগল আমলে নির্মিত এ দুর্গ সুবেদার মীর জুমলা কর্তৃক , না তাঁর অনেক আগে নির্মিত হয়েছিল সে সমন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট মোগল আমলের, সোনাকান্দা দুর্গের সঙ্গে ইদ্রাকপুর দুর্গের স্থাপত্যিক বৈশিষ্টের মিল রয়েছে। আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত দুর্গটি পূর্ব-পশ্চিমে ৯০.০০ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণ ৫৫.৭০ মিটার প্রশস্ত। ইট নির্মিত দুর্গের দেয়াল ১.১০ মিটার চওড়া এবং ৩.১০ মিটার উঁচু। দুর্গের চার কোণায় চারটি গোলাকার বুরুজ আছে। বুরুজের প্রবেশ পথ ১.৬০ মিটার প্রশস্ত। বুরুজগুলি বাইরের দিকে উদগত। দুর্গের একমাত্র প্রবেশ পথ ২.৩৭ মিটার প্রশস্ত। দুর্গের পশ্চিম বাহু মধ্যস্থল বরাবর সুউচ্চ সিঁড়ি যুক্ত বাইরের দিকে উদগত গোলাকার ড্রাম আছে যা পর্যবেক্ষন টাওয়ার এবং কামান দাগার কাজে ব্যবহার হতো। সোনাকান্দা দুর্গের ড্রামের সংযোজন ইদ্রাকপুর দুর্গের ন্যায় এবং উভয় দুর্গের সমসাময়িক কালে নির্মিত হতে পারে। ড্রামের ব্যস ১৯.৫০ মিটার। সিঁড়ি ধরে ড্রামে উঠার পরে খিলানযুক্ত গেইট রয়েছে। প্রবেশ পথ ২.৭৫ মিটার চওড়া সোনাকান্দা দুর্গের দেয়াল , বুরুজ ও ড্রামে অসংখ্য কৌনিক ছোট বড় ছিদ্র আছে যা গোলা ছোড়ায় কাজে ব্যবহৃত হতো। দুর্গের দেয়াল গুলির উপরিভাগে মারলন আকৃতির অলংকরণ আছে।

পর্যটন

সোনাকান্দা দুর্গের পর্যটন গুরুত্ব অনেক রয়েছে।এখানে প্রতিদিন বেশকিছু দর্শক পরিদর্শনের জন্য এসে থাকেন।নিকটতম হাজীগঞ্জ দুর্গ,বিবি মরিয়ম এর মাজার ,খন্দকার মসজিদ ও হাজী বাবা সালেহ মাজারে দর্শক সমাগম প্রতিদিনই হয়।এ সকল পুরাকীর্তিকে কেন্দ্র করে পর্যটন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি এবং যথাযথ সংস্কার সংরক্ষণ ও উপস্থাপন করা হলে প্রচুর আসবে।পরবর্তীতে রাজস্ব সংগ্রহ করা যেতে পারে।

হাজীগঞ্জ দুর্গ

অবস্থান:

নারায়ণগঞ্জ জেলা সদরে হাজীগঞ্জ এলাকায় ঈশা খাঁ রোডে হাজীগঞ্জ দুর্গ অবস্থিত। হাজীগঞ্জ দুর্গ ভৌগলিকভাবে ২৩ ৩৮' ০১" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০ ৩০' ৪৭.১" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

হাজীগঞ্জ দুর্গ

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম তীরে গড়ে তোলা এ দুটোর পাশ দিয়ে একসময় শীতলক্ষা নদী প্রবাহিত হতো। বর্তমানে শীতলক্ষ্যা নদী অনেক দূরে সরে গিয়েছে এবং দুর্গের প্রায় ১ কিলোমিটার পূর্ব দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। হাজীগঞ্জ দুর্গের প্রায় ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে শীতলক্ষার পশ্চিম পাড়ে রয়েছে সোনাকান্দা দুর্গ। দুর্গ নির্মাণের সঠিক তারিখ এবং নির্মাতা কে ছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে দুর্গটি মোগল আমলে সপ্তদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। আরাকানী (মগ) জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই নদী তীরে এ দুর্গ নির্মিত হয়েছিল।অসমান বাহু ও ছয় কোনা বিশিষ্ট হাজীগঞ্জ দুর্গ। এ দুর্গের উত্তরে রয়েছে তোরণযুক্ত প্রধান প্রবেশ পথ। প্রবেশ পথের সিঁড়িতে ১৯টি ধাপ রয়েছে। দুর্গের প্রতি কোণায় অর্ধগোলাকার বুরুজ আছে। উত্তরের প্রবেশ পথর বাহুর দৈর্ঘ্য ১৮.৭৫ মিটার। প্রবেশ পথের বামদিক থেকে বাহুগুলি থেকে বাহুগুলি যথাক্রমে ১৮.৬০ মিটার, ৩৯.১০ মিটার, ৩৮.২৫ মিটার ও ৩৭.০০ মিটার লম্বা। দুর্গটি মোটামুটি পূর্ব পশ্চিমে ৭৫.৭৫ মিটার লম্বা এবং উত্তর-দক্ষিণে ৬০.৫০ মিটার প্রশস্ত। দুর্গের ছয় কোণায় নির্মিত বুরুজগুলি সম আকৃতির নয়। তুলানামূলক দক্ষিণের বুরুজ দুটি বড়।

প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গের মধ্যভাগে কোন স্থাপনা নেই। দুর্গের অভ্যন্তরে পূর্বদিকে বর্গাকার উঁচু একটি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার আছে। আঙ্গিনা থেকে মঞ্চে উঠার জন্য স্থানে স্থানে সিঁড়ি আছে। ্সৈন্য চলাচলের জন্য প্রাচীরের সাথে ১.১০ মিটার চওড়া মঞ্চ আছে। বুরুজ ও প্রাচীরের মাঝে মাঝে গুলি ছোড়ার জন্য ছিদ্র আছে। প্রাচীরের উপরিভাগ মোগল আমলের অন্যান্য দুর্গের ন্যায় মারলন আকৃতির। দুর্গভ্যন্তর থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য দক্ষিণ বাহুতে একটি ছোট আকৃতির গোপণ পথ আছে।

খেলারাম দাতার মন্দির

অবস্থান :ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলা সদরে খেলারাম দাতার মন্দির অবস্থিত।

খেলারাম দাতার মন্দির

বিবরণ:

খেলারাম দাতার মন্দির সম্পর্কে তেমন বিশেষ কিছু জানা যায় না।খেলারাম কে ছিলেন এবং কখন কোন সময়ে এ মন্দির নির্মিত হয়েছিল সে সমন্ধেও সঠিক কিছু জানা যায় না। বাংলাপিডিয়া অনুযায়ী খেলারাম একজন জমিদার ছিলেন এবং সেখানে তাঁকে খেলারাম দাদা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।কিন্তু স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে খেলারাম সম্পর্কে বিভিন্ন গল্প প্রচলিত আছে।তিনি একজন ডাকাত ছিলেন তিনি ধনীদের টাকা লুটে নিয়ে গরীবের মাঝে বিলিযে দিতেন।কেও খেলারাম দত্ত কেও খেলারাম দাতা বলে অবিহিত করে থাকে।তবে মন্দিরটি ব্রিটিশ আমলে নির্মিত হয়েছিল।

মুড়াপাড়া প্রাসাদ

অবস্থান :

ঢাকা থেকে ২৫ কিমি দক্ষিণ- পূর্বে নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন মুড়াপাড়া গ্রামে মুড়াপাড়া প্রাসাদ অবস্থিত।

মুড়াপাড়া প্রাসাদ

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

মুড়াপাড়া জমিদারবাড়ি মুড়াপাড়ার রাজপরিবার কতৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।মুড়াপাড়া রাজপরিবারের রামরতন ব্যানার্জী কর্তৃক এ প্রাসাদ বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। প্রাসাদটি দ্বিতল বিশিষ্ট ও পশ্চিমমূখী। এ প্রাসাদের সামনে এবং পিছনে দুটি বড় পুকুর আছে। প্রাসাদ ভবনটি বর্তমানে মুড়াপাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সামনের পুকুরটি জমিদার টিজার ব্যানার্জী কর্তৃক ১৮৯৭ খ্রি: সালে ঘোষিত হয়েছিল জানা যায়। এ প্রাসাদের পরিসীমার মধ্যে দুটো দক্ষিণমূখী মন্দির পাশাপাশি রয়েছে।

পাতি মন্দির, চন্ডী মন্ডপ

অবস্থান:

ঢাকা থেকে ২৫ কিমি দক্ষিণ- পূর্বে নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন মুড়াপাড়া গ্রামে মুড়াপাড়া প্রাসাদ অবস্থিত।এ প্রাসাদ চত্তiরে পাশাপাশি পাতি মন্দির ও চন্ডী মন্ডপ অবস্থিত।

পাতি মন্দির, চন্ডী মন্ডপ

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

মুড়াপাড়া রাজবাড়ির উত্তর পূর্ব দিকে বিশাল খোলা চত্তiরের মধ্যে দুটি পাশাপাশি অবস্থিত পাতি মন্দির ও চন্ডী মন্ডপ রয়েছে।পাতি মন্দিরটি সম্পূর্ন পাথর দ্বারা নির্মিত। দক্ষিণমুখী শিখরা নবরতR মন্দির। এ ধরনের পাথর নির্মিত অনুরূপ মন্দির গাজিপুরের শ্বশানঘাটে ও মুক্তাগাছার জমিদার বাড়িতে রয়েছে। পুরাতন বাংলায় উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় মন্দিরটি ১৮৮৯ খ্রি. সালে মুড়াপাড়ার জমিদার রামরতন ব্যানার্জী কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। পাতি মন্দিরের নিকটে পূর্ব দিকে রয়েছে চন্ডী মন্ডপ।এ মন্দিরটিও দক্ষিণমুখী।

পানামসিটি

অবস্থান : নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলা সদরে পানাম সিটি অবস্থিত। রাজধানী ঢাকা থেকে ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রাচীন পানাম নগরের অবস্থান।

পানামসিটি

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বিবরণ:

প্রায় দেড় হাজার বছরের প্রাচীন শহর সোনারগাঁও ছিল বাংলার অন্যতম রাজধানী। মুসলিম শাসকদের অধীনে পূর্ববঙ্গের একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। প্রাচীন সুর্বগ্রাম থেকে সোনারগাঁও নামের উদ্ভব। তের শতকের স্থানীয় হিন্দু রাজা দুজমাধব দশরথদের থেকে সুবর্ণগ্রামকে তাঁর শাসন কেন্দ্রে পরিণত করেন। বঙ্গ অঞ্চল মুসলিম শাসনে আসার পর থেকে ১৬১০ সালে ঢাকা সুবে বাংলার রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সোনারগাঁও ছিল স্বাধীন সুলতানী বাংলার অন্যতম রাজধানী ও প্রশাসন কেন্দ্র।

সতের শতকের প্রথম দশকে বাংলার সুবার মুঘল রাজধানী ঢাকায় স্থাপিত হওয়ার পর সোনারগাঁওয়ের প্রশাসনিক গুরুত্ব কমে যায়। কিন্তু সোনারগাঁওয়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব যে হারিয়ে যায়নি তা স্পষ্ট হয় উনিশ শতকের শুরু থেকেই। এ সময় হিন্দু বণিকের একটি অংশ (ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের সোনারগাঁও পয়েন্টর পূর্ব দিকে) পানাম অঞ্চলে তাদের আবাসিক ভবন নির্মাণ করেন। এভাবে পানাম নগর একটি নতুন মাত্রা পায়।

প্রায় ৫ মিটার প্রশস্ত ও ৬০০ মিটার দীর্ঘ একটি সড়কের দু পাশে সুরম্য স্থাপনা নিয়ে পানাম নগর গড়ে উঠেছিল। পানাম নগরীর রাস্তার দু-পাশে মুখোমুখি দ্বিতল ও তৃতল বিশিষ্ট মোট ৫২টি ইমারত রয়েছে।এটি একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শহর। পানামের টিকে থাকা বাড়িগুলোর মধ্যে পানাম সড়কের উত্তর পাশে ৩১টি আর দক্ষিণ পাশে ২১টি বাড়ি রয়েছে।

বাড়িগুলোর অধিকাংশই আয়তাকার, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত, উচ্চতা একতলা থেকে তিনতলা। বাড়িগুলোর স্থাপত্যে ইউরোপীয় শিল্পরীতিরি সঙ্গে মুঘল শিল্পরীতির মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। নির্মাণ শৈলীতে স্থানীয় কারিগরদের শিল্পকুশলতার অপূর্ব সংমিশ্রণ রয়েছে।

প্রতিটি বাড়িই ব্যবহারোপযোগী, কারুকাজ, রঙের ব্যবহার এবং নির্মাণকৌশলের দিক দিয়ে উদ্ভবনী চিন্তায় ভরপুর। ইটের সঙ্গে ব্যবহার করা হযেছে ঢালাই লোহার তৈরি ব্র্যাকেট, ভেন্টিলেটর আর জানালার গ্রিল। মেঝেতে রয়েছে লাল, সাদা কালো মোজাইকের কারুকাজ। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই খিলান ও ছাদেও মধ্যবর্তী স্থানে নীল ও সাদা মোজাইকের কাজ পানাম নগরীর পরকিল্পনাও নিখুত। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই আছে কূপ। প্রতিটি বাড়ি পরস্পর থেকে প্রয়োজনীয় দুরুত্বে রয়েছে। নগরীর যাতায়াতের জন্য রয়েছে একমাত্র রাস্তা, যা এ নগরীর মাঝখান দিয়ে চলে গেছে।

ছোটসর্দার বাড়ি

অবস্থান: নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলার পানাম নগরের পাশে চারু ও কারু ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অবস্থিত।

বর্তমান অবস্থা: প্রতŔতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংস্কার কাজ করা হয়েছে।

গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের মাজার

অবস্থান:

নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলাস্থ মোগড়াপাড়া ইউনিয়নের মুক্তিসপুর গ্রামে গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের মাজার অবস্থিত যার ভৌগোলিক অবস্থান ২৩ক্ক৩৮'২.৮৭"উত্তর অক্ষাংশ ৯০ক্ক৩৪'৩৮.৭" পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মোগরাপাড়া বাজার থেকে ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে মাজারটির অবস্থান।

গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের মাজার

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

মধ্যযুগে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানী উভয়েরই শিল্পকলা ধর্মভাবের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। মুসলিম স্থাপত্যে মসজিদের পরই সমাধির স্থান। মুসলমান আমলে বাংলার এ অঞ্চলে সমাধি স্থাপত্যের ধারাটির সুত্রপাত হয়। বাংলার মুসলমানদের যেসব সমাধি নির্মিত হয়েছে তাঁর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সোনারগাঁ এর গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের সমাধি।

এ সমাধিতে কে সমাধিত আছে এ নিয়ে একাধিক মতামত প্রদান করা হয়। বুকানন হ্যামিলটনের মতে "পান্ডুয়ার একলাখী সমাধিতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ কবরস্থ আছে"।আহমদ হাসান দানীর মতে "গিয়াস্ উদ্দিন আজম শাহ সোনারগাঁয়ে তাঁর নির্মিত সমাধিতে শায়িত আছেন"।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রি:) সৌধটি বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত ছিল বলে কানিংহাম মনে করেন। জেমস ওয়াইজ থেকে জানা যায় যে পূর্ব বঙ্গের এই সমাধির চেয়ে প্রাচীন কোন ইমারত নেই। এক সময় সমাধিটি বহু অযতেR পরে থাকার পর সংস্কার করা হয় এবং নতুন দেয়াল , গ্রীল দেয়া হয়।

কবরটি কালো পাথরের তৈরি। কবরটি উত্তর -দক্ষিণে ৩.০৫ মিটার লম্বা এবং পূর্ব -পশ্চিমে ১.৬৫ মিটার চওড়া এবং ১.২২ মিটার উঁচু।

গোয়ালদি মসজিদ

অবস্থান : নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলার গোয়ালদি গ্রামে 'গোয়ালদি মসজিদ'অবস্থিত। ভৌগোলিক অবস্থান ২৩০৩র্৯ , ২৩.৪" উত্তর অক্ষাংশে অর্থাৎ ৯০ ০৩র্৫দ্ধ৩৬" পূর্ব দক্ষিণাংশে।

গোয়ালদি মসজিদ

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বিবরণ:

মসজিদের শিলালিপি হতে জানা যায় যে, সুলতান হোসেন শাহ্ রাজত্বকালে ১৫১৯ খ্রি: মোল্লা হিজবর উদ-দীন এ মসজিদ নির্মাণ করেন। বর্গকার পরিকল্পনায় তৈরি মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট এবং আয়তন ৯.১০দ্ধ ৯.১০মিটার। পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহবার

আছে। কেন্দ্রীয় মিহরাব কিছুটা বড়। পূর্ব দেয়ালে তিনটি খিলানে তিনটি প্রবেশ পথ আছে। তার মধ্যে মধ্যের প্রবেশ পথ ব্যতীত অন্য দুটি বর্তমানে বন্ধ আছে। তাছাড়া উত্তর ও দক্ষিণে আরও একটি করে প্রবেশ পথ আছে।

পর্যটন সম্ভবনা:

সুলতানী আমলে নির্মিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির পর্যটন আবেদন অনেক রয়েছে।সোনরাগাঁর বর্তমান পানাম নগরী ও লোকশিল্প জাদুঘর থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার পশ্চিশে গোয়ালদি মসজিদ। প্রতিদিন শতশত দর্শক পানামসিটিতে আসে।দর্শকদের কিছু অংশ গোয়ালদি মসজিদ পরিদর্শন করে থাকে।

মহজমপুর মসজিদ

অবস্থান :

সোনারগাঁ উপজেলা সদর থেকে ১৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে মহজমপুর মসজিদ অবস্থিত। ভৌগোলিক অবস্থান ২৩ ক্ক৪৪'০৬.৩" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০ক্ক৩৬' ১৮.২" পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

মহজমপুর মসজিদ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

সুলতানী আমলের বিভিন্ন শিলালিপি থেকে জানা যায় যে মোয়ায্যমাবাদ নামে একটি ইকলিম (ইকলিম-ই মোয়ায্যমাবাদ) সেটির প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল মোয়ায্যমাবাদ। সেকেন্দার শাহর আমল থেকে (১৩৫৭-১৩৯১খ্রি:) আরাম্ভকরে হোসেন শাহর আমল পর্যন্ত (১৪৯৩-১৫১৯) বিভিন্ন সুলতান কর্তৃক মোয়াযযমাবাদ টাকশাল হতে মুদ্রা প্রকাশিত হয়। যে আমলের মোয়াযমাবাদ আজকের মহজমপুর অভিন্ন বলে অনেকে মনে করেন।

মসজিদের গায়ে একটি শিলালিপি ছিল। শিলালিপিটি ভেঙ্গে গেছিল। সৈয়দ আওলাদ হোসেন এই ভাঙ্গা শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেন। শিলালিপিটির পাঠ থেকে জানা যায় যে মসজিদটি রাজা গনেশের পুত্র সুলতান জালাল-উদ-দীন মোহাম্মাদ শাহ (যদু) পুত্র শামস-উদ-দীন আহমদ শাহর রাজত্বকালে (১৪৩২-৩৬খ্রি:) জনাব ফিরোজ খান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। ছয় গম্বজ বিশিষ্ট মসজিদটি এখন আর আদিরুপে নেই। মসজিদের পরিমাপ ১২.৯০ মিটার দ্ধ ৯.৪০মিটার ,দেয়ালের প্রসস্ততা ১.৬৭ মিটার। পশ্চিমের দেয়ালের পিছনের দিক ব্যতীত মসজিদের ভিতর, বাহির ও অন্য সকল অংশ সম্পূর্নরূপে আধুনিকিকরণ করা হয়েছে।মসজিদের পিছনের দেয়ালে বর্তমানে প্রাচীনত্বের কিছু ছোয়া রয়েছে।

পর্যটন সম্ভবনা:

মসজিদ আধুনিকায়ন করায় প্রাচীন বৈশিষ্ট্য লুপ্ত প্রায়।পর্যটন সম্ভবনা ক্ষীণ।

পানাম সেতু

অবস্থান:

সোনারগাঁ উপজেলা সদর পানাম নগরের দক্ষিণ পশ্চিম স্থানে এসী খানের উপর পানাম সেতু গঠিত। সেতুটির ভৌগোলিক অবস্থান ২৩০৩র্৯ ২৩.১" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০০ ৩র্৬ ০৭.৪০" পূর্ব দাঘিমাংশ।

পানাম সেতু

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

মীর কাদিম সেতুর অনুরূপ মূঘল আমলে নির্মিত পানাম সেতুটি পানাম নগরের দক্ষিণ –পশ্চিম কোন রাস্তার উপর নির্মিত। সেতুটি দৈঘ্য ২৫.৮৫ মিটার এবং চওড়া ৬.৫০ মিটার। সেতুটিতে তিনটি খিলান রয়েছে, মাঝের খিলানটি উঁচু এবং দুপাশেরটি ছোট এবং সমপরিমানের হয়েছে। মোগল বৈশিষ্টপূর্ণ সেতুটি কে বা কার শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল জানা যায় নাই।

টাকশাল

অবস্থান:

নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলার পানাম নগরের অদূরে (৩০০ মিটার) তথাকথিত টাকশাল নামক প্রতŔস্থানটি অবস্থিত। যার ভৌগোলিক অবস্থান উত্তর ২৩ক্ক ৩৯' ২৭.৫" অক্ষাংশ ও পূর্ব ৯০ক্ক ৩৬' ২২.৮" দ্রাঘিমাংশ।

টাকশাল

ঐতিহাসিক পটভ‚মি ও বিবরণ:

রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে বৃটিশ কোম্পানী আমলে পরিখা বেষ্টিত ৫২টি ভবন নিয়ে পানাম নগরী গড়ে উঠে। নগরীটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এবং নগরীর মাঝখান দিয়ে একটি মাত্র রাস্তা আছে। এ নগরীর পাশে বেশ কিছু সমসাময়িক কালের পুরাতন ভবন রয়েছে। সর্দার বাড়ি, ছোট সর্দার বাড়ি, পোদ্দার বাড়ি, টাকশাল ইত্যাদি। তথাকথিত টাকশাল নামক স্থানে একটি জরাজীর্ণ দ্বিতল ভবন ও একটি ছোট মন্দির আছে। ভবন দুটি একটি অনু”্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। বেষ্টনীর মধ্যে একটি সাম্প্রতিক কালে নির্মিত হিন্দু মন্দির ও আছে। মন্দিরটির আয়তন ৬মিদ্ধ৪মি। মন্দিরটি দোতলা এবং দোচালা বিশিষ্ট। অন্য দক্ষিণের বড় ভবনটিও দোতলা ছাদ বিহীন। ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে। স্থাপত্যিক নির্মাণশৈলী থেকে অনুমান করা যায় ভবন দুটি ১৯ শতকের দিকে নির্মিত।

পোদ্দার বাড়ি

অবস্থান:

নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলাস্থ সোনারগাঁ পৌরসভার মধ্যে আমনপুর গ্রামে পোদ্দারবাড়ি অবস্থিত। ভৌগোলিক অবস্থান উত্তর ২৩ ৩৯' ২৭.৯" ও ৯০ ৩৬' ২৮.৫"।

পোদ্দার বাড়ি

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বিবরণ:

পোদ্দার বাড়ি বেশ কয়েকটি ভবন নিয়ে গঠিত এবং প্রাচীর বেষ্টিত। পোদ্দার বাড়ি ব্যক্তি মালিকানাধীন। পোদ্দার বাড়ির মালিক আনন্দ পোদ্দার, রামমোহন পোদ্দার। ভবনগুলি দ্বিতল এবং বিশালাকৃতির । পোদ্দার বাড়ির পাশে একটি সান বাঁধানো ঘাটসহ পুকুর আছে। মূল পোদ্দার বাড়ির ভবনটি দ্বিতল এবং মধ্যভাগে খোলা বর্গাকারে আঙ্গিনা আছে। পোদ্দার বাড়ির ভবনগুলি বৃটিশ আমলে নির্মিত।

খন্দকার মসজিদ

অবস্থান:

নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলাধীন বন্দর এলাকায় খন্দকার মসজিদ অবস্থিত। খন্দকার মসজিদ বন্দর শাহী মসজিদ হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। এ মসজিদটি শীতলক্ষা নদীর বাম তীরে অবস্থিত।

খন্দকার মসজিদ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

শীতলক্ষা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। বন্দর শাহী মসজিদ থেকে সোনাকান্দা দুর্গের দূরত্ব ১.৫০ কিম:।মসজিদের গায়ে যে শিলালিপি ছিল তা থেকে জানা যায় যে সুলতান নাসির উদ- দীন মাহম্মুদ শাহের পুত্র সুলতান জালাল ইদ-দীন ফতেহ শাহ রাজত্বকালে (৮৮৬ হিজরী) ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে মহান মালিক (মালিক উল মোয়াজ্জম) বাবা সালেহ কর্তৃক এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।

বন্দর শাহী মসজিদ বর্গাকার এবং একগম্বুজ বিশিষ্ট। মসজিদের বাইরের আয়তন ১০ মি: দ্ধ ১০ মি। মসজিদের দেয়াল ১.৮০ মিটার প্রশস্ত। দক্ষিণ দেয়ালে তিনটি মিহরাব ও পূর্ব দেয়ালে খিলানের কক্ষে তিনটি প্রবেশ পথ আছে। এছাড়াও উত্তর দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশ পথ আছে।মসজিদের চার কোণায় চারটি অকটাগোণাল ট্যারেট আছে।